রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১১, ২০১৯

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ
প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি, ১৯৮৬
(সংশোধিত - ২০১৯)

০১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, বিস্তৃতি এবং আরম্ভ (Short Title, Extent and Commencement) ঃ**

(১.১) এ বিধি "হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি" ১৯৮৬ (সংশোধিত ২০১৯) নামে অভিহিত হবে।

(১.২) সমগ্র বাংলাদেশ এ বিধির বিস্তৃতি বা এলাকা হবে। তবে, বিদেশে হামদর্দ বাংলাদেশ কর্তৃক স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত অফিস সমূহও এ বিধিপর আওতাধীন বুঝাবে।

(১.৩) এ সংশোধিত বিধি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০২। **সংজ্ঞা (Definition) ঃ**
বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ বিধিতে-

(২.১) **"সরকার"** বলতে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার"-কে বুঝাবে।

(২.২) **"অধ্যাদেশ"** (Ordinance) বলতে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ (সর্বশেষ সংশোধিত)-কে বুঝাবে।

(২.৩) **ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বা ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বাংলাদেশ** বলতে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ (সর্বশেষ সংশোধিত)-এর ১১ ধারা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক নামে করপোরেট সোল (Corporate Sole) বা একক সংস্থাকে বুঝাবে এবং সে অনুযায়ী তার উত্তরাধিকার থাকবে।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

ব্যাখ্যা

ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বাংলাদেশ বলতে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ (সর্বশেষ সংশোধিত) অনুসারে ওয়াক্‌ফ এস্টেট/ প্রতিষ্ঠান, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কর্তৃক সম্পাদিত ওয়াক্‌ফ দলিল এবং বর্তমান হামদর্দ-বাংলাদেশ এর ওয়াকিফ চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্রয়কৃত ও ১৫৩৪৯ নং ই.সি নথিতে সম্পূরক তালিকাভূক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কাজে নিয়োজিত ওয়াক্‌ফ প্রশাসক-এর কার্যালয়কে বুঝাবে।

(২.৪) **"প্রশাসক" (Administrator) বা "ওয়াক্‌ফ প্রশাসক"** বলতে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ এর ০৭ ধারার অধীন নিযুক্ত Administrator of Waqf-কে বুঝাবে।

(২.৫) **ওয়াক্‌ফ এস্টেট** বলতে স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তির সমষ্টিকে বুঝায়। যা এক বা একাধিক দলিল মূলে সৃজন করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ এস্টেট হিসেবে গণ্য হবে না।

"(11 a) "Waqf Etate" means the totality of immovable properties, as well as movable properties, in respect of which the waqf is made by a deed, and no waqf property shall be designated as waqf estate if it consists of only movable properties." (১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১৩ সালের ১৮ নং আইন)-এর ১১ (ক) ধারা মোতাবেক)। এক্ষেত্রে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ একটি জনকল্যাণ মূলক ও সেবাধর্মী ওয়াক্‌ফ এষ্টেট।

(২.৬) **ওয়াক্‌ফ দলিল (Waqf Deed)** বলতে এরূপ কোন দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট- কে বুঝায় যা দ্বারা ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে কোন বৈধ দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট দ্বারা মূল উৎসর্গের কোন শর্ত পরিবর্তন করা হলে তাও ওয়াক্‌ফ দলিলের অন্তর্ভূক্ত হবে।

ব্যাখ্যা

ওয়াক্‌ফ দলিল বলতে ওয়াকিফ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কর্তৃক ১৯৫৩ সালের রেজিষ্ট্রীকৃত ওয়াক্‌ফ দলিল ও পরবর্তীতে উক্ত ওয়াকিফ কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৯৫ সালের ডিক্লারেশন দলিল এবং তাঁর উত্তরসূরী একমাত্র কন্যা চীফ মোতাওয়াল্লী ও চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশেদ কর্তৃক ২০০৩ সনে প্রদত্ত Letter of Authority এবং বর্তমানে হামদর্দ-বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া-এর নেতৃত্বে ও দক্ষ পরিচালনায় হামদর্দ ওয়াক্‌ফ এস্টেট এর অনুকূলে বিভিন্ন সময়ে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ, হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর নামে ক্রয় করা সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দলিল সমূহকে বুঝাবে।

(২.৭) **"প্রতিষ্ঠাতা সদস্য" (Founder-Member)** বলতে ওয়াকিফ্ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ অথবা তাঁর উত্তরসূরী কর্তৃক মনোনীত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বর্তমান হামদর্দ বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া-কে বুঝাবে।

(২.৮) **"বিধিমালা" (Rules) বলতে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি** (Hamdard Administration & Management Rules), ১৯৮৬ (সংশোধিত ২০১৯) কে বুঝাবে।

(২.৯) **"বোর্ড" (Board)** বলতে "হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ"-কে বুঝাবে; যা হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি, ১৯৮৬ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৫ (পাঁচ) ধারা অনুসারে গঠিত হবে।

(২.১০) **"হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেট বাংলাদেশ" (Hamdard Waqf Estate Bangladesh)** বলতে "হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ" বা সংক্ষেপে "হামদর্দ-বাংলাদেশ"-কে বুঝাবে; যা ওয়াকিফ মোতাওয়াল্লী হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কর্তৃক ১৯৫৩ সালের রেজিষ্ট্রিকৃত ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে সৃজিত হয়েছে এবং উক্ত দলিলের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসক-এর কার্যালয়ে ১৫৩৪৯ নং ই.সি নথিতে তালিকাভূক্তি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে হামদর্দ বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া-এর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের অনুকুলে বিভিন্ন সময়ে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ, হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর নামে ক্রয় করা স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি এ ওয়াক্ফ এস্টেটের অন্তর্ভূক্ত ।

(২.১১) **"মোতাওয়াল্লী" (Mutawalli)** বলতে মৌখিক বা ওয়াক্ফ সৃষ্টিকারী দলিলের আওতায় বা ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্তৃক কোন ওয়াক্ফ এস্টেট-এর চীফ মোতাওয়াল্লী/ মোতাওয়াল্লী হিসেবে নিযুক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি বুঝাবে।

(২.১২) **"হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর মোতাওয়াল্লী"** বলতে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর বর্তমান চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুণ ভূঁইয়াকে বুঝাবে। তিনি ওয়াকিফ ও চীফ মোতাওয়াল্লী হিসেবে এ ওয়াক্ফ এস্টেটটির পরিচালনা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, স্বার্থ-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁর জীবদ্দশায় দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি ওয়াকিফ ও চীফ মোতাওয়াল্লী হিসেবে জীবদ্দশায় তাঁর উত্তরাধিকার/বংশধর হতে শিক্ষিত, যোগ্য, বিজ্ঞ তথা উপযুক্ত ০১ (এক) জন ব্যক্তিকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মোতাওয়াল্লী এবং অপর ০২ (দুই) জনকে মোতাওয়াল্লী ও পরিচালক নিযুক্ত/ মনোনয়ন করবেন এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর উত্তরসূরী/বংশধরগণের মধ্য হতে ০৪ (চার) জন মোতাওয়াল্লী অনুরূপভাবে এ ওয়াক্ফ এস্টেটের চীফ মোতাওয়াল্লী/ মোতাওয়াল্লী নিয়োগ বা মনোনীত হবে। ভবিষ্যতেও এ প্রথা চালু থাকবে।

(২.১৩) **"হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেট"-এর প্রধান কার্যালয়** বলতে ঢাকায় অবস্থিত হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর প্রিন্সিপাল অফিস বা প্রধান কার্যালয়কে বুঝাবে

(২.১৪) **"চেয়ারম্যান" (Chairman)** বলতে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টি-এর চেয়ারম্যানকে বুঝাবে।

(২.১৫) **"ভাইস-চেয়ারম্যান" (Vice-chairman)** বলতে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টি-এর ভাইস-চেয়ারম্যানকে বুঝাবে।

(২.১৬) **"সদস্য" (Member)** বলতে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ- এর সদস্যদের-কে বুঝাবে।

(২.১৭) **"ব্যবস্থাপনা পরিচালক" (Managing Director)** বলতে এ বিধির ১৬ ধারা মোতাবেক অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বুঝাবে।

(২.১৮) **উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Deputy Managing Director)** বলতে এ বিধির ১৬.৫ ও ১৬.৬ ধারা মোতাবেক অনুমোদিত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বুঝাবে। যিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুপুস্থিতিতে তাঁর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(২.১৯) **"কার্যবছর" (Working Year)** ঃ "কার্যবছর" (Working Year) বলতে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ এবং তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যবছর হবে ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত।

(২.২০) **"বিভাগীয় প্রধান" (Departmental Head)** বলতে বিভাগীয় পরিচালককে বুঝাবে; যিনি এ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ যেমন- (i) প্রশাসন (ii) মানব সম্পদ উন্নয়ন (H.R.D), (iii) অর্থ ও হিসাব, (iv) বিপণন, বিক্রয়, মেডিকেল ও গণযোগাযোগ (v) ক্রয়, (vi) তথ্য ও গণসংযোগ, (vii) উৎপাদন-কিউ.সি ও আর.এন্ড.ডি, (viii) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (ix) এস্টেট ও ইঞ্জিনিয়ারিং (x) প্রটোকল, লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স, নিরাপত্তা ও পরিবহন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্তগণকে বুঝাবে।

(২.২১) **"কার্যনির্বাহী কমিটি" (Executive Committee)** বলতে হামদর্দের প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য হামদর্দ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মোতাওয়াল্লী ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকগণের সমন্বয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে বুঝাবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হবেন পদাধিকার বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সদস্য সচিব হবেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ পরিচালক প্রশাসন।

(২.২২) **"অর্থ কমিটি" (Finance Committee)** বলতে এ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মোতাওয়াল্লী ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকগণের সমন্বয়ে গঠিত অর্থ কমিটিকে বুঝাবে। বোর্ড অব ট্রাষ্টির অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী অর্থ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত ও সম্পাদিত হবে। অর্থ কমিটির সভাপতি হবেন পদাধিকার বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সদস্য সচিব হবেন পরিচালক অর্থ ও হিসাব।

(২.২৩) **"ক্রয়/টেন্ডার কমিটি" (Purchase/Tender Committee)** বলতে হামদর্দ-বাংলাদেশ-এর জন্য মালামাল ক্রয় এবং প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পদাদি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের

সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে বুঝাবে। টেন্ডার কমিটিকে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। ক্রয়/টেন্ডার কমিটির সভাপতি হবেন পদাধিকার বলে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সদস্য সচিব হবেন পরিচালক ক্রয়/অর্থ ও হিসাব। বোর্ড অব ট্রাষ্ট্রির অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী টেন্ডার কমিটির সুপারিশ মোতাবেক চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর অনুমোদনক্রমে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(২.২৪) **"সিলেকশন/নিয়োগ কমিটি" (Selection/ Appointment Committee)** বলতে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও উৎপাদনকর্মী/মাঠকর্মীসহ বিভিন্ন পদে সিলেকশন/নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটিকে বুঝাবে। সিলেকশন কমিটির সভাপতি হবেন পদাধিকার বলে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সদস্য সচিব হবেন পরিচালক মানব সম্পদ উন্নয়ন/পরিচালক প্রশাসন। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর অনুমোদন/কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(২.২৫) **"যথাযথ কমিটি" (Appropriate Committee)** বলতে হামদর্দ-বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অত্র ধারার (২.২০) থেকে (২.২৩) ধারা পর্যন্ত কমিটি এবং ১৪ ধারায় গঠিত সাব কমিটি ও হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ এর সংশোধিত চাকরি বিধি-২০১২ইং তে বর্ণিত সকল প্রকার কমিটিকে বুঝাবে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সময়ে সময়ে গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

(২.২৬) **"ব্রাঞ্চ অফিস/শোরুম/চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি" (Branch office/Show Room/Treatement and Sale Center etc)** বলতে এ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে ও বিদেশে হামদর্দ বাংলাদেশ কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত অফিস সমূহকে বুঝাবে।

(২.২৭) **"প্রধান নির্বাহী" (Chief Executive)** বলতে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বুঝাবে।

(২.২৮) **"কর্তৃপক্ষ" (Authority)** বলতে বোর্ড অব ট্রাস্টি, চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সময়ে সময়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কে বুঝাবে।

(২.২৯) **"ওয়াকিফ" (Waqif)** বলতে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা ওয়াক্ফ এস্টেট সৃষ্টিকারী যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাবে।

(২.৩০) **বর্তমান হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর ওয়াকিফ (Waqif)** বলতে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া-কে বুঝাবে।

ব্যাখ্যা

১৯৭২ সালে শুধুমাত্র "হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ"-এ নামকরনটি ওয়াকিফ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৫৩ সালের ওয়াক্ফ দলিল মূলে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসক এর কার্যালয়ে ১৫৩৪৯ নং ই.সি নথিতে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এ ওয়াক্ফ এস্টেটটির উন্নয়ন, সম্প্রসারন, সমৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ এস্টেটের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে উক্ত সম্পত্তি বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে ক্রমাগত ভাবে সম্পূরক তালিকাভূক্তির মাধ্যমে প্রতিবছর বর্ধিত ওয়াক্ফ চাঁদা ওয়াক্ফ অফিসে পরিশোধ করে আসছেন। বর্তমান হামদর্দ-বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি তাঁর নেতৃত্বে ও দক্ষ পরিচালনায় এ প্রতিষ্ঠানটির উত্তোরোত্তর উন্নতি ও আয় বৃদ্ধি করে একটি স্বাবলম্বী কল্যাণ ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বর্ধিত আয় দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানেরই অনুকূলে যন্ত্রপাতি, জায়গা-জমিসহ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে উক্ত সম্পত্তি বাংলাদেশ ওয়ক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্পূরক তালিকাভূক্ত করার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন। তাই, মুসলিম আইন ও ওয়াক্ফ আইন মোতাবেক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া বর্তমান বাংলাদেশ-হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ওয়াকিফ।

(২.৩১) **"ওয়াক্ফ সম্পত্তি" (Waqf Property)** বলতে যে কোন প্রকারের সম্পত্তি যা ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিক্রয় লব্ধ বা উহার বিনিময়ে বা উহার ব্যবসা থেকে অর্জিত আয় এবং যাবতীয় দান অথবা উৎসর্গকৃত সম্পত্তি বা দান কে বুঝায়।

(২.৩২) **"ওয়াক্ফ" (Waqf)** বলতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি কর্তৃক মুসলিম আইনে স্বীকৃত পূণ্য, ধর্মীয় বা দাতব্য কোন উদ্দেশ্যে কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থায়ী উৎসর্গীকরণকে বুঝায়।

(২.৩৩) **"তালিকাভূক্তি" (Enrolement)** বলতে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এর ৪৭ ধারার আওতায় কোন ওয়াক্ফ-এর তালিকাভূক্তিকে বুঝায়।

(২.৩৪) **"হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর সম্পত্তি তালিকাভূক্ত"** করা বলতে বুঝাবে "হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং এ ওয়াক্ফ এস্টেটের লব্দ আয় ও উৎপাদিত প্যাটেন্ট প্রোডাক্টের উপর প্রাপ্ত রয়্যালিটি দ্বারা হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর নামে ক্রয়কৃত সকল প্রকার স্থাবর সম্পত্তি ওয়াকিফ ও চীফ মোতাওয়াল্লী হিসেবে ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া কর্তৃক বাংলাদেশ নোটারী পাবলিক ও প্রথম শ্রেণির ম্যাজিষ্ট্রেট-এর সম্মুখে হলফনামা যোগে ঘোষণা দলিল (Declaration Deed) বা অছিয়তনামা সম্পাদনের মাধ্যমে ওয়াক্ফ প্রশাসনে ১৫৩৪৯ নং ই.সি নথিতে সম্পূরক তালিকা ভূক্ত করা এবং ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

(২.৩৫) **"হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের ওয়াক্ফ চাঁদা" (Waqf Contribution) ঃ** বলতে হামদর্দ ওয়াক্ফ এষ্টেটের প্রতি বছর চার্টার্ড একাউনট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী নীট মুনাফার ৫% ওয়াক্ফ চাঁদা হিসেবে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে দেয় বাৎসরিক চাঁদাকে বুঝাবে।

০৩। **হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objects of Hamdard Waqf Estate) ঃ**

হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল চিকিৎসা, শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও মানব সেবার উদ্দেশ্যে হামদর্দ-এর অর্জিত আয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে ব্যয় এবং হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করাঃ

(৩.১) শিক্ষা ও ইউনানী-আয়ূর্বেদিক ও হার্বালসহ অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(৩.২) ইউনানী-আয়ূর্বেদিক ও হার্বালসহ অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র তথা প্রাচ্য ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনকল্যাণে তা প্রয়োগ;

(৩.৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশে চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;

(৩.৪) ইউনানী-আয়ূর্বেদিক ঔষধ এবং ইসলামী আদর্শের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ প্রাচীন ও বর্তমানকালের বিজ্ঞানভিত্তিক আবশ্যকীয় কর্মকান্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন, অনুবাদ ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;

(৩.৫) ইউনানী-আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়ন ও বিকাশসহ জনগণের কাছে এ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন, প্রচার ও প্রকাশনাসহ তা বিতরণের ব্যবস্থ গ্রহণ;

(৩.৬) জনকল্যাণের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, এতিমখানা, মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন এবং এ ধরণের অন্যান্য ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান;

(৩.৭) মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, এতিম, দুঃস্থ, কন্যাদায়গ্রস্থদের অনুদান প্রদান, দুর্ঘটনা ও জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান;

(৩.৮) গবেষণার মাধ্যমে হামদর্দ পণ্যের মান উন্নয়ন ও নতুন-নতুন পণ্য আবিষ্কার, উৎপাদন ও দেশ-বিদেশে পণ্য বাজারজাত করণের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ;

(৩.৯) ওয়াক্ফ দলিলে বর্ণিত অন্যান্য লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

০৪। **হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের ব্যবস্থাপনা (Management of the Hamdard Waqf Estate) ঃ**

(৪.১) হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ওয়াক্‌ফ প্রশাসক এর পরামর্শ, ওয়াক্‌ফ দলিল এবং হামদর্দ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি ১৯৮৬ (সংশোধিত-২০১৯), হামদর্দ চাকরী ও নিয়োগ বিধি অনুসারে পরিচালিত হবে;

(৪.২) "বোর্ড অব ট্রাস্টি" হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেট- এর প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি-নির্ধারণমূলক পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করবে;

(৪.৩) হামদর্দ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ব্যবসা-বাণিজ্য এ বিধিতে উল্লিখিত ও প্রণীত নিয়ম-নীতি মোতাবেক পরিচালিত হবে এবং ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফার অর্থ এ বিধির ৩ (তিন) নং ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যোবলী বাস্তবায়নে ব্যয় হবে;

(৪.৪) হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের স্বার্থে, কল্যাণে ও প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ এবং ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ মোতাবেক বিক্রয়সহ যে কোন প্রকার হস্তান্তর করা যাবে।

০৫। **হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টি (Hamdard board of Trustees) ঃ**

(৫.১) **হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ-এর "বোর্ড অব ট্রাস্টি"** এ প্রতিষ্ঠানের চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর প্রস্তাব মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত পদধারী ৯ (নয়) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

(i)	চেয়ারম্যান	১ জন
(ii)	ভাইস-চেয়ারম্যান	১ জন
(iii)	মহাসচিব	১ জন
(vi)	সদস্য	৬ জন

(৫.২) **নিম্নে বর্নিত ক্যাটাগরী অনুসারে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত হবে ঃ**

(৫.২(i)) হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী অথবা তাঁর মনোনীত শিক্ষিত, যোগ্য ও উপযুক্ত হামদর্দ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হিতৈষী একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান হবেন;

(৫.২(ii)) ওয়াক্‌ফ প্রশাসক স্বয়ং কিংবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য হবেন;

(৫.২(iii)) বিশিষ্ট চিকিৎসক, হাকীম, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, সমাজসেবক যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ও হামদর্দ-এর হিতাকাংখী এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্য হবেন;

(৫.২(iv)) হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লীসহ অন্যান্য মোতাওয়াল্লীগণ বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য হবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে হামদর্দ-এর বৃহত্তর স্বার্থে চীফ মোতাওয়াল্লী প্রয়োজনে যে কোন মোতাওয়াল্লীর স্থলে প্রতিষ্ঠানের একান্ত হিতাকাংখী ও স্বনাধন্য ব্যক্তিকে বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন;

(৫.২(v)) চীফ মোতাওয়াল্লী অথবা তাঁর মনোনীত যে কোন মোতাওয়াল্লী বোর্ড অব ট্রাস্টির মহাসচিব হবেন;

(৫.২(vi)) চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মোতাওয়াল্লীগণ ব্যতীত ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য যে কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে ও কল্যাণে প্রয়োজনে সর্বাধিক ৫ (পাঁচ) মেয়াদ পর্যন্ত বোর্ড অব ট্রস্টির সদস্য থাকতে পারবেন এবং উক্তরূপে গঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টি ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ও এ বিধির বিধান অনুসারে ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

০৬। **হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদ (Tenure of Hamdard Board of Trustee) ঃ**

(৬.১) হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদ বোর্ড গঠনের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর হবে। তবে কোন বিশেষ কারণে নতুন বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ বোর্ড কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

(৬.২) বোর্ডের কোন সদস্য পদ শূন্য হলে উক্ত সদস্য পদ পূর্বে যে পদ্ধতিতে নিযুক্ত হয়েছিল; সে একই পদ্ধতিতে তা পূরণ করা যাবে।

(৬.৩) বোর্ডের শূন্য পদে নিযুক্ত সদস্যের কার্যকাল তাঁর পূর্বসূরীর অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত হবে।

০৭। **হামদর্দ-বাংলাদেশ বোর্ড অব ট্রাস্টির কার্যাবলী (Function of the Hamdard Bangladesh Board of Trustee) ঃ**

(৭.১) হামদর্দ-বাংলাদেশ বোর্ড অব ট্রাস্টি এ বিধির ৪ নং ধারা অনুসারে ৩ নং ধারায় বর্ণিত হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে;

(৭.২) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের উন্নয়ন ও ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি-নির্ধারণীমূলক পরামর্শ প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(৭.৩) হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ হামদর্দ-বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর প্রস্তাবক্রমে প্রয়োজন অনুসারে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে হামদর্দ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিধি, চাকরি-বিধি, নিয়োগ-বিধি, আর্থিক বিধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধি, ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা, ইত্যাদির কোন ধারা-উপধারা সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। যা এ বিধির বিধান অনুসারে অনুমোদিত হবে।

০৮। **হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সভা (Meeting of The Hamdard Board of Trustee) ঃ**

(৮.১) হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টি-এর সভা সাধারণ ও জরুরী প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাথে আলোচনাক্রমে মহাসচিব সভার তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক বোর্ড সভা আহ্বান করবেন। তিন মাসে কমপক্ষে একবার বোর্ড সভা আহ্বান করতে হবে;

(৮.২) প্রতিষ্ঠানের জরুরী প্রয়োজনে চেয়ারম্যান-এর সাথে আলোচনাক্রমে মহাসচিব যে কোন সময়ে বোর্ডের জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন;

(৮.৩) যে সকল বিষয় এ বিধিতে উল্লেখ নেই, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন এরূপ বিষয় মহাসচিব প্রয়োজন বোধ করলে তা বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করতে পারবেন;

(৮.৪) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে বোর্ডের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভা পরিচালনা করবেন;

০৯। **সভার নোটিশ (Notice of Meeting) ঃ**

(৯.১) মহাসচিব বোর্ডের সকল সভা আহ্বান করবেন;

(৯.২) সাধারণভাবে কোন সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে;

(৯.৩) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে চেয়ারম্যান-এর সাথে পরামর্শক্রমে মহাসচিব যে কোন সময়ে জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন;

(৯.৪) নোটিশে সভার আলোচ্য বিষয় উল্লেখ থাকবে।

১০। **কোরাম (Quorum) ঃ**

(১০.১) হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য তথা ০৫ (পাঁচ) জন উপস্থিত হলে বোর্ড সভার 'কোরাম' হবে;

(১০.২) 'কোরাম' পূরণ না হলে সভা মূলতবী হবে এবং সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত মূলতবী সভায় 'কোরাম' পূরণের প্রয়োজন হবে না;

(১০.৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রয়োজনে যে কোন সভা মূলতবী ঘোষণা করতে পারবেন এবং উক্ত সভায় চেয়ারম্যান মূলতবী সভার সম্ভাব্য তারিখ ও সময় ঘোষণা করতে পারবেন;

(১০.৪) কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতানৈক্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে মহাসচিব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/ওয়াক্ফ প্রশাসন থেকে লিখিত মতামত গ্রহণ পূর্বক বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবেন।

১১। **সভার সিদ্ধান্ত (Decisions of Meeting) ঃ**

সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে এবং সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভার সভাপতি অতিরিক্ত একটি ভোট প্রদান অথবা নির্ণায়ক (Casting) ভোট প্রদানের অধিকার থাকবে।

১২। **বোর্ডের শূন্যতার কারণে কার্যক্রম বাতিল হবে না (Vacancies Not To Invalidate Proceeding of The Board) :**

কোন বিশেষ কারণে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সাময়িক শূন্যতা সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানের কোন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে না। বরং প্রতিষ্ঠানের চীফ মোতাওয়াল্লী ও মোতাওয়াল্লীগণ ও পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অন্তর্বর্তীকালীন সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৩। **সভার কার্যবিবরণী (Minuites of The Meetings) :**

(১৩.১) মহাসচিব বোর্ড সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ ও বাস্তবায়ন করবেন। চেয়ারম্যান অথবা ভাইস-চেয়ারম্যান সভার কার্যবিবরণী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে স্বাক্ষর করবেন। উক্ত কার্যবিবরণী রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে।

(১৩.২) কোন কারণে কার্যবিবরণীর স্বাক্ষরে বিলম্ব হলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(১৩.৩) বোর্ড সভায় গৃহীত কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় উপস্থাপনপূর্বক দৃঢ়ীকরণ (Confirm) করা হবে।

১৪। **সাব-কমিটি গঠন (Appoinment of Sub-Committee):**

(১৪.১) হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের কোন কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে বোর্ড অব ট্রাষ্টি প্রয়োজন বোধে সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে;

(১৪.২) উপ-বিধি (১৪.১) এর আলোকে বোর্ড সদস্য এবং হামদর্দ-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠিত হবে;

(১৪.৩) সাব-কমিটির সভায় ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটির আহ্বায়ক এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন;

(১৪.৪) কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাব-কমিটির সভায় মতানৈক্য দেখা দিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে চীফ মোতাওয়াল্লীর সাথে পরামর্শক্রমে আহবায়ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হতে মতামত গ্রহণ করতে পারবেন;

(১৪.৫) বোর্ড সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম-নীতি উল্লেখ রয়েছে; সাব কমিটির কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তা মেনে চলতে হবে।

১৫। **সভার ভাতা (Meeting Allowance) ঃ**

(১৫.১) হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সভায় উপস্থিত চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে প্রতি সভায় সম্মানি ভাতা হিসেবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটি/উপকমিটির প্রতি সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে সম্মানী ভাতা হিসেবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে প্রদান করা হবে। তবে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সভার সিদ্ধান্ত ও ওয়াক্ফ প্রশাসনের অনুমোদনক্রমে এ ভাতার পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাবে।

(১৫.২) বোর্ড অথবা সাব-কমিটির কোনো সভায় কোনো সদস্য ঢাকার বাহিরের জেলা থেকে যোগদান করলে অথবা ঢাকার বাহিরে কোনো জেলায় সভা অনুষ্ঠিত হলে সে ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সদস্যকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক বা সম্মানি ভাতা ছাড়াও থাকা, খাওয়া ও যাতায়ত বাবদ প্রকৃত খরচ প্রতিষ্ঠান বহন করবে;

(১৫.৩) বোর্ডের কোন সদস্যের উপর অর্পিত বিশেষ কাজের জন্য তিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক বা সম্মানি ভাতা হিসেবে পাবেন;

(১৫.৪) বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিটির কোনো সদস্যের ওপর অর্পিত বিশেষ কাজের জন্য তিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক বা সম্মানি ভাতা হিসেবে পাবেন।

১৬। **"ব্যবস্থাপনা পরিচালক" (Managing Director) :**

(১৬.১) হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেটের "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" পদটি প্রতিষ্ঠানের মোতাওয়াল্লীগণের মধ্যে হতে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টি-এর সুপারিশক্রমে ওয়াক্ফ প্রশাসক বাংলাদেশ অনুমোদন প্রদান করবেন। তবে, চীফ মোতাওয়াল্লী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হবেন-যা ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(১৬.২) বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ওয়াকিফ্ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কর্তৃক ১৯৫৩ সালে সৃজিত ওয়াক্ফ দলিলের মর্ম মতে এবং পরবর্তীতে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী একমাত্র কন্যা চীফ মোতাওয়াল্লী ও চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশেদ কর্তৃক প্রদত্ত Letter of Authority অনুযায়ী হামদর্দ বাংলাদেশ- এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। যা হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্ত ও ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-এর বিধান মতে ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত। তিনি হামদর্দ-এর বৃহত্তর স্বার্থে, কল্যাণে ও প্রয়োজনে জীবদ্দশায় স্বীয় পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৬.৩) উপ-বিধি (১৬.১) এর আওতায় নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চীফ মোতাওয়াল্লী-কে কতিপয় ক্ষেত্রে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এর ৩২ ধারা অনুসরণ করে অপসারণ করা যাবে।

(১৬.৪) হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এ বিধির আওতায় প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে গণ্য হবেন।

(১৬.৫) হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বিধির (২.১১) ও (১৮.১), (১৮.২) ধারা মতে নিয়োজিত মোতাওয়াল্লী সদস্যগণের মধ্য হতে শিক্ষা, উপযুক্ততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন-কে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদায়ন করতে পারবেন; যা ওয়াক্ফ প্রশাসক বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(১৬.৬) হামদর্দ-এর চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর জীবদ্দশায় শারীরিক অসুস্থ্যতা ও বার্ধক্যজনিত কারণে স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসুবিধা বোধ করলে ওয়াক্ফ প্রশাসক বাংলাদেশ-এর অনুমোদন ক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মোতাওয়াল্লী-কে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাঁর চীফ মোতাওয়াল্লীর পদ বহাল থাকবে।

(১৬.৭) চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অবর্তমানে উপ-বিধি (১৬.৫) মোতাবেক অনুমোদিত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সুপারিশ ও ওয়াক্ফ প্রশাসক বাংলাদেশ এর অনুমোদন ক্রমে চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৬.৮) উপ-বিধি (১৬.৫) এর আওতায় অনুমোদিত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মোতাওয়াল্লীকে এ বিধির (১৮.৫) ধারা অনুসরণ করে অপসারণ করা যাবে।

১৭। **প্রধান নির্বাহী (Chief Executive) :**

(১৭.১) হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চীফ মোতাওয়াল্লীই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে গণ্য হবেন।

(১৭.২) প্রধান নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত বিধিমালা অনুযায়ী হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারী সংক্রান্ত সকল প্রকার প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা বিষয়ক কার্যাবলী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন এবং এ বিধির ৩ নং ধারা মোতাবেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়ন করবেন।

(১৭.৩) প্রধান নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ উৎপাদন বিক্রয় ও নীট মুনাফা অর্জনের স্বার্থে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এবং অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে কোন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

(১৭.৪) প্রধান নির্বাহী হামদর্দ-বাংলাদেশ-এর অর্জিত আয় দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পত্তি ওয়াকফ প্রশাসন কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত করন ও হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনে আদালতে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিচালনা করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে যে কোন কর্মকর্তাকে তার ক্ষমতা অর্পন করতে পারবেন।

(১৭.৫) হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রধান নির্বাহী হামদর্দ-এর জন্য জমি ও স্থাপনা ক্রয় ও যে কোন ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ মোতাবেক জমি দীর্ঘ মেয়াদী লীজ/বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

(১৭.৬) প্রধান নির্বাহী হামদর্দ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৮। **হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী ও চীফ মোতাওয়াল্লী (Mutawalli & Cheif Mutawalli of Hamdard Waqf Estate):**

(১৮.১) হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া জীবদ্দশায় এ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের চীফ মোতাওয়াল্লী থাকবেন। তিনি জীবদ্দশায় তাঁর উত্তরাধীকার/ বংশধরগণের মধ্য হতে এ বিধির (২.১০) ও (২.১১) ধারা মতে শিক্ষিত, উপযুক্ত ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ৩ (তিন) জন-কে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে পারবেন। তবে, শর্ত থাকে যে, বর্তমান চীফ মোতাওয়াল্লী কিংবা পরবর্তীতে নিয়োজিত কোন চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অভাব হলে কিংবা আল্লাহ না করুন তিনি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে তদস্থলে এ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের নিয়োজিত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মোতাওয়াল্লী প্রতিষ্ঠানের চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হবেন। এভাবে ওয়াকিফ চীফ মোতাওয়াল্লী ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া-এর উত্তরসুরী/বংশধরদের মধ্য হতে শিক্ষিত, উপযুক্ত, বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তি চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মোতাওয়াল্লী ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ২ (দুই) জন মোতাওয়াল্লীসহ মোট ৪ (চার) জন নিযুক্ত হবেন। ভবিষ্যতেও চীফ মোতাওয়াল্লী ও মোতাওয়াল্লী নিয়োগের ক্ষেত্রে এ প্রথা অব্যাহত থাকবে। যা ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

<u>ব্যাখ্যা</u>

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া আধুনিক হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার। প্রায় বিলুপ্ত এবং শূন্য অবস্থা থেকে সকল ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নয়নে ও সম্প্রসারণে তাঁর অসাধারণ মেধার প্রয়োগ করেছেন। ১৯৫৩ সালে ওয়াকিফ্ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ কর্তৃক সৃজিত ওয়াক্‌ফ দলিলের আলোকে ও ১৯৯৫ সালের ডিক্লারেশন দলিল এবং তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ওয়াকিফ্ হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর যোগ্য উত্তরসূরী একমাত্র কন্যা চীফ মোতাওয়াল্লী ও চেয়ারপার্সন মিসেস সাদিয়া রাশেদ কর্তৃক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া-কে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মোতাওয়াল্লী হিসেবে Letter of Authority প্রদান করা হয়েছে। ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া এর মোতাওয়াল্লী পদটি হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সভার সিদ্ধান্ত ও বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন অনুমোদন করায় ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ এবং ডি.এফ মোল্লা কর্তৃক সম্পাদিত মুসলমানী আইন (MAHOMEDAN LAW)- এর দ্বাদশ অধ্যায়ের ২০৪ এবং ২০৫ ধারা মোতাবেক তিনি আইনগতভাবে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ এর অনুমোদিত চীফ মোতাওয়াল্লী। বাংলাদেশে হামদর্দ ওয়াক্‌ফ এস্টেট এর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ তথা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তি হামদর্দ ওয়াক্‌ফ এস্টেট এর অনুকূলে অর্জনসহ অর্জিত সম্পত্তি বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্পূরক তালিকাভুক্তি করে এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকে উদ্যোক্তা পরিচালক হিসেবে অর্থ বিনিয়োগপূর্বক ওয়াক্‌ফ এস্টেটটির আয় বৃদ্ধি করে বর্ধিত হারে ওয়াক্‌ফ চাঁদা হিসেবে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে প্রতি বছর প্রদান করে আসছেন। এতে হামদর্দ ওয়াক্‌ফ এস্টেটির ব্যবসায়িক পরিধি সম্প্রসারণ এবং এ প্রতিষ্ঠানের আয়ের অর্থে এ ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অনুকুলে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি খরিদক্রমে উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে সম্পূরক তালিকাভুক্তি করে ইহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক

কার্যক্রম পরিচালনা করায় তিনি হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেটের একজন ওয়াকিফ। তাই তিনি জীবদ্দশায় হামদর্দ ভারত ও পাকিস্তানের ন্যায় ওয়াক্ফ দলিল মোতাবেক হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ এর বৃহত্তর স্বার্থে, কল্যাণে ও প্রয়োজনে ওয়াকিফ মোতাওয়াল্লী/চীফ মোতাওয়াল্লী হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন এবং তিনি তাঁর উত্তরাধিকার/বংশধরগণের মধ্য হতে ৩ (তিন) জন শিক্ষিত, উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তিকে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে পারবেন। তবে, এরূপে নিয়োজিত মোতাওয়াল্লী পদ ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ মোতাবেক ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(১৮.২) চীফ মোতাওয়াল্লী ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া কর্তৃক তাঁর উত্তরাধিকার/বংশধরগনের মধ্য থেকে নিযুক্ত মোতাওয়াল্লীগণই পরবর্তীতে তাদের বংশধর/উত্তরসূরী হতে যোগ্যতার ভিত্তিতে এ বিধির (২.১০) ও (২.১১) ধারা মতে চীফ মোতাওয়াল্লী ও মোতাওয়াল্লী মনোনয়ন/নিয়োগ করবেন এবং ভবিষ্যতেও এ প্রথা চালু থাকবে।

(১৮.৩) ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ মতে হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের নিযুক্ত মোতাওয়াল্লীগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে, দায়িত্ব পালনে অসমর্থ না হলে, কোন দূর্নীতি/অপরাধমূলক কারণে ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২ ধারা মতে অপসারিত না হলে এবং মৃত্যুবরণ না করলে তাঁর/তাঁদের মোতাওয়াল্লীশীপ বহাল থাকবে।

(১৮.৪) হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর চীফ মোতাওয়াল্লীসহ অন্যান্য মোতাওয়াল্লীগণ বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য হবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে চীফ মোতাওয়াল্লী প্রয়োজনে অন্য মোতাওয়াল্লীদ্বয়ের স্থলে শিক্ষিত, বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য ব্যক্তিকে বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন।

(১৮.৫) চীফ মোতাওয়াল্লী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বও পালন করতে পারবেন এবং মোতাওয়াল্লীগণ স্বীয় দায়িত্বের পাশা-পাশি পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত সার্ভিস রুল্স-এর আওতাভুক্ত সমুদয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

(১৮.৬) চীফ মোতাওয়াল্লী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কতিপয় ক্ষেত্রে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মোতাওয়াল্লী এবং যে কোন মোতাওয়াল্লীকে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টি এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২ ধারা মতে অপসারণ করতে পারবেন।

১৯। **নিয়োগ ও সুযোগ-সুবিধাদি (Appointment & Benifits) :**

(১৯.১) হামদর্দ ওয়াক্ফ এষ্টেটের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়ীক ও সেবামূলক কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানের চাকরিবিধি ও নিয়োগবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবেন।

(১৯.২) হামদর্দে অনুমোদিত চাকরির বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে চাকরিগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(১৯.৩) হামদর্দের চাকরি বিধি অনুযায়ী কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হবে।

২০। **হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের তহবিল গঠন ও ব্যবহার (Funds & Utilized of The Hamdard Bangladesh Waqf Estate) :**

(২০.১) **হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের তহবিল নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে ঃ**

(২০.১(i)) উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(২০.১(ii)) সম্পদাদি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(২০.১(iii)) হামদর্দে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণ;

(২০.১(iv)) বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগকৃত উৎসযেমন-পুঁজিবাজার শেয়ার খাতে, সঞ্চয় পত্র, তফসিলভুক্ত বণিজ্যিক ব্যাংকে এফ.ডি.আর ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ;

(২০.১(v)) তফসিলভুক্ত বানিজ্যিক ব্যাংক ও অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণকৃত ঋণের অর্থ;

(২০.১(vi)) ওয়াক্ফ প্রশাসন থেকে গ্রহণকৃত ঋণের অর্থ;

(২০.১(vii)) হামদর্দের ব্যবসায়ে নিযুক্ত পরিবেশক, এজেন্সী, সরবরাহকারী এবং মার্কেটে সরাসরি বিক্রয় কাজে নিয়োজিত মাঠকর্মী, কর্মচারী ও কর্মকর্তা থেকে জামানত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ;

(২০.১(viii)) ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(২০.১(ix)) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে দান-অনুদান ও চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(২০.১(x)) অন্যান্য যে কোন বৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হবে।

(২০.২) **হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের তহবিল নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা যাবে ঃ**

(২০.২(i)) যে কোন বৈধ ব্যবসা যেমন- (i) ইউনানী-আয়ূর্বেদিক ও হার্বাল ঔষধ উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি ও বাজারজাত করণ; (ii) এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি ও বাজারজাত করণ (iii) ফুড ও কসমেটিকস প্রোডাক্ট উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি ও বাজারজাত করণ; (রা) মিনারেল ওয়াটার উৎপাদন ও বাজারজাত করণ; (v) কনজুমার প্রোডাক্টস; (vi) পেট বোতল উৎপাদন ও বাজারজাত করণ; (vii) মুদ্রণ ও প্যাকেজিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ওয়াক্ফ এস্টেটের ফান্ড বিনিয়োগ করা যাবে;

(২০.২(ii)) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে দেশ-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা বিনিয়োগ;

(২০.২(iii)) পুঁজি বাজারে ব্যবসা খাতে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণ;

(২০.২(iv)) হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের ক্রমোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের স্বার্থে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, যন্ত্রপাতি-যানবাহন ক্রয়সহ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়/বিনিয়োগ করা যাবে;

(২০.২(v)) হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের উৎপাদিত পন্যের উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয়, প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

(২০.২(vi)) এ বিধির ৩ (তিন) ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য অত্র ওয়াক্ফ এষ্টেটের তহবিল-এর অর্থ ব্যয়/ ব্যবহার করা যাবে।

২১। **হিসাব (Accounts) ঃ**

১. হিসাব পরিচালনা:

২১.১.(i) হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের হিসাব- নিকাশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সংরক্ষণের জন্য ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনে উল্লিখিত নিয়ম নীতি এবং International Accounting Standard (IAS) ও Bangladesh Accounting Standard (BAS) অনুযায়ী হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর হিসাব- নিকাশ সম্পাদন করা হবে।

২১.১.(ii) হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের সামগ্রীক খরচের বিল-ভাউচারসমূহ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অর্থ ও হিসাবের সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তাঁর মনোনীত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অনুমোদন করবেন। তবে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সুপারিশ মোতাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক/কর্মকর্তাগণ অনুমোদন করতে পারবেন।

২১.১.(iii) বোর্ড অব ট্রাষ্ট্রির সিদ্ধান্তের আলোকে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর হিসাব সক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ড-পত্র নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

২১.২.(i) ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ

(ক) হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের তহবিলের অর্থ তফসিলিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বা সরকার অনুমোদিত বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখতে পারবে।

২১.২.(ii) হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যে কোন তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে। উক্ত ব্যাংক হিসাবসমূহ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তাঁর মনোনীত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং পরিচালক অর্থ ও হিসাবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। উক্ত ব্যাংক হিসাবসমূহ বোর্ড অব ট্রাষ্টির পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।

২২। **বার্ষিক বাজেট (Annual Budget) ঃ**

প্রতি আর্থিক বছর শুরুর পূর্বে হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ বোর্ডের মহাসচিব অথবা পরিচালক অর্থ ও হিসাব হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এষ্টেটের সংশ্লিষ্ট বছরের উৎপাদন, বিক্রয় এবং আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক হিসাব সম্বলিত বার্ষিক প্রস্তাবিত বাজেট এবং আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্বে সংশোধিত বাজেট বোর্ড অব ট্রাষ্ট্রির সভায় উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন নিবেন। বাজেট ওয়াক্ফ প্রশাসন থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ উৎপাদন, বিক্রয় ও নীট মুনাফা অর্জনের স্বার্থে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এবং অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে কোন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

২৩। **নিরীক্ষা (Audit) ঃ**

(২৩.১) বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউনট্যান্টস অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ (P.O. 2 OF 1973) অনুসারে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চার্টার্ড একাউনট্যান্ট ফার্ম দ্বারা প্রতি সমাপ্ত বছরের হামদর্দ ওয়াক্ফ এষ্টেটের বার্ষিক হিসাব-নিকাশ পরবর্তী বছরের মধ্যে নিরীক্ষণের জন্য চার্টার্ড একাউনট্যান্ট ফার্ম নিয়োগ করতে হবে।

(২৩.২) উপ-বিধি (২৩.১) ধারা অনুসারে নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউনট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব ও প্রতিবেদন বোর্ড সভায় উপস্থাপন করে অনুমোদন নিতে হবে। নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর কপি ওয়াক্ফ প্রশাসক কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২৪। **ঋণ গ্রহণ (Loan Receipt) ঃ**

(২৪.১) হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে হামদর্দের ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও মূলধন ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যাংক অথবা সরকার অনুমোদিত অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করা যাবে। এজন্য প্রয়োজনে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ, হামদর্দ ফাউন্ডেশন, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ও এর অন্যান্য অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের জমি/সম্পত্তি বন্ধক রাখা যাবে। তবে, ওয়াক্ফ এস্টেটের জমি/সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদী বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ অনুসরণ করতে হবে।

(২৪.২) হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের স্বার্থে বোর্ড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে ওয়াক্ফ প্রশাসন বাংলাদেশ এর ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

২৫। **জমি বিক্রয় (Sale of Land) ঃ**

হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং প্রতিষ্ঠানে মূলধনী ব্যয় নির্বাহের স্বার্থে প্রয়োজনে বোড অব ট্রাস্টির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ওয়াক্ফ প্রশাসকের অনুমতিক্রমে হামদর্দ বাংলাদেশ এর কর্তৃপক্ষ জমি বিক্রয় করতে পারবেন। তবে, এক্ষেত্রে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৬। **রয়্যালিটি (Royality) ঃ**

হামদর্দ-এর প্রতিষ্ঠাতা হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ এর সাথে হামদর্দ বাংলাদেশ বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্যাটেন্ট প্রোডাক্টসমূহ বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাতের অনুমতির প্রেক্ষিতে প্যাটেন্ট প্রোডাক্ট বিক্রয়ের উপর ৫% হারে রয়্যালিটি হামদর্দ ফাউন্ডেশনকে প্রদান করতে হবে। যা এ বিধির ৩ (তিন) নম্বর ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে হামদর্দ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যয় করা হবে।

২৭। **মুনাফা বন্টন (Profit Distribution) ঃ**

হামদর্দ ওয়াক্ফ এষ্টেটের প্রতিবছরের বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী অর্জিত অবন্টিত মুনাফার ৫০% প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে এবং অবশিষ্ট ৫০% এ বিধির ৩ (তিন) ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য ও আদর্শ-উদ্দেশ্যবলী বাস্তবায়নের জন্য হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এ স্থানান্তর করা হবে।

২৮। **ওয়াক্ফ চাঁদা (Waqf Contribution) ঃ**

হামদর্দ ওয়াক্ফ এষ্টেটের প্রতি বছর চার্টার্ড একাউনট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী নীট মুনাফার ৫% ওয়াক্ফ চাঁদা হিসেবে ওয়াক্ফ প্রশাসন বাংলাদেশকে পরিশোধ করতে হবে।

২৯। **লভ্যাংশ বন্টন তহবিল (Profit Participation Fund) ঃ**

হামদর্দ-এ কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী অর্জিত নীট মুনাফার ৫% অর্থ লভ্যাংশ হিসেবে প্রাপ্য হবেন। যা লভ্যাংশ বন্টন তহবিলে জমা হবে এবং উক্ত অর্থ হামদর্দ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে বন্টন বা প্রদান করা হবে।

৩০। **হামদর্দ প্রতিষ্ঠানের জনবলের অধিকার সংরক্ষণ (Preservation Of Rights Ofemployees of The Hamdard) ঃ**

হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেট প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর ক্রমোন্নয়নে গর্বিত অংশীদার। তাই এ প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় কর্মরত কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের অংশীদারীত্ব ও স্বার্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে। একই সাথে প্রতিষ্ঠানের যে কোন পরিস্থিতিতে হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাষ্টি, চীফ মোতওয়াল্লী/মোতওয়াল্লী, হামদর্দ অফিসার্স কল্যাণ সমিতি ও হামদর্দ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন-এর মতামত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ওয়াক্ফ প্রশাসক বাংলাদেশ কর্তৃক বিবেচিত হবে।

ব্যাখ্যা

১৯৭২ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩২, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (গুলিস্তান) ঢাকা ও ১৯, আইস ফ্যাক্টরী রোড, চট্টগ্রামে হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেটের ভাড়াকৃত দুটি চিকিৎসা ও বিক্রয় কেন্দ্র এবং ১২৩/৩ নং তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় ১৮.১৫ শতক জমির উপর প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও ঔষধ উৎপাদনের নিমিত্তে সেমিপাকা ছোট পরিসরে অফিস ও কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে হামদর্দ-বাংলাদেশ-এর অভিযাত্রা শুরু হয়।

হামদর্দ-বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেট-এর বর্তমান চীফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ১৯৭৭ সালে মাত্র ৫০ হাজার ২ শত ২৫ টাকার মূলধন এবং ২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার দায়-দেনা ও ২৩ জন শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়ে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ-এর পরামর্শে নতুন ভাবে বাংলাদেশ-হামদর্দ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটটিকে উক্ত নাজুক অবস্থা থেকে সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও ওয়াক্ফ প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় এবং হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির পরামর্শে ও সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, সততা, আন্তরিকতা, টিম ওয়ার্ক (Team Work) কে কাজে লাগিয়ে কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং হামদর্দ ফান্ডে কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারীদের জমাকৃত অর্থ কার্যকরী মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের উত্তোরোত্তর উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন এবং উৎপাদন ও বিক্রয় ক্ষেত্রে ক্রমোন্নয়নসহ দেশের একটি লাভজনক, জনকল্যানমূলক ও সেবাধর্মী বৃহৎ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। তাই, এ প্রতিষ্ঠানের জনবলের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

৩১। হামদর্দ বোর্ড অব ট্রাস্টির কোন সদস্য প্রতিষ্ঠান বিরোধী কোন কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছে বলে প্রমানিত হলে বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ করলে ওয়াক্ফ প্রশাসক বাংলাদেশ ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ এর ২৭ ধারা মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৩২। হামদর্দ ওয়াক্ফ এষ্টেটের বৃহত্তর স্বার্থে "বোর্ড অব ট্রাষ্টি" হামদর্দ প্রশাসনের প্রস্তাবক্রমে প্রয়োজন অনুসারে এ বিধিমালার যে কোন ধারা-উপধারা সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন, যা ওয়াক্ফ প্রশাসক বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

মোঃ শহীদুল ইসলাম

(অতিরিক্ত সচিব)

ওয়াক্ফ প্রশাসক

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd